Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবাদের দাওয়াত কেমন ছিলো?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া তাবাচ্ছুম মিতু
রোলঃ 2280202062309

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবাদের দাওয়াত কেমন ছিলো?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া তাবাচ্ছুম মিতু
রোলঃ 2280202062309

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সাহাবাদের দাওয়াত কেমন ছিলো? ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া তাবাচ্ছুম মিতু, আইডিঃ 2280202062309 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সাহাবাদের দাওয়াত কেমন ছিলো? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুমাইয়া তাবাচ্ছুম মিতু

(স্বাক্ষর)

সুমাইয়া তাবাচ্ছুম মিতু

আইডিঃ 2280202062309

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা..5

অধ্যায়-০১: দাওয়াহ এর পরিচয়..6

অধ্যায়-০২: সাহাবাদের পরিচয়..9

অধ্যায়-০৩: সাহাবায়ে কেরাম(রা:) এর দাওয়াতি ক্ষেত্রসমূহ..12

অধ্যায়-০৪: সাহাবয়ে কেরাম (রা) এর দাওয়াতি পদ্ধতি ও কৌশল..16

অধ্যায়-০৫: সাহাবাদের দাওয়াতি সংগ্রাম ও কষ্ট..19

অধ্যায়-০৬: সাহাবাদের বিশেষ দাওয়াতি মিশন..22

অধ্যায়-০৭: সাহাবাদের দাওয়াতি সফলতা ও প্রভাব..24

অধ্যায়-০৮: সমকালীন দাওয়াতি কাজের জন্য সাহাবায়ে কেরাম(রা:) এর শিক্ষা............26

অধ্যায়-০৯: উপসংহার..27

ভূমিকা

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য,দুরুদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অগণিত সাহাবী,আহলে বাইত এবং তাঁর সকল অনুগত অনুসারীর প্রতি।

ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনিত ধর্ম তথা সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র কামিয়াবী ও মুক্তির পথ।

সামগ্রিক জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবা(রা:)দের আদর্শে আদর্শবান হয়ে চলার নামই ইসলান।

সাহাবায়ে কেরাম(রা:) হলেন তারা যাদের উপর নবুয়তের সূর্যকিরণ সরাসরি পড়েছিলো। তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তারাই ছিলেন দ্বীন ইসলামের প্রথম প্রচারক। আল্লাহ তায়ালা প্রথম যুগের হীরা সমতুল্য সহাবীদের দিয়ে দাওয়াতের মেহনতকে পুরো বিশ্বব্যাপী চালু করে দিয়েছিলেন।

তারা দাওয়াতি মেহনতকে তাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিয়েছিলেন। যদ্দরুন আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত প্রদানে জান-মাল,পরিবার-পরিজনকে কুরবান করা তাদের নিকট সাধারন ব্যাপারে পরিণত হয়েছিলো। এবং এই পথের দুঃখ-কষ্ট ও তিক্ততা তাহাদের জন্য অত্যন্ত প্রিয় হয়ে গিয়েছিলো।

ইসলামের এই নিয়ামতের প্রচার এবং এর বরকরতসমূহকে পৃথীবীর আনাছে কানাছে পৌঁছাতে পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার অসম সাহস ও দূরদর্শিতার দরুন আপন ঘর ছেড়েছিলেন তারা। তাদের দ্বীনের প্রতি মহব্বত ও ত্যাগের ফলে দ্বীন আপন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্তরসমূহ আল্লাহর প্রতি অনূগামী হয়েছে এবং হেদায়েত প্রসারিত হয়ে মানুষ ঘোর অন্ধকার থেকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতে লাগলো।

অধ্যায়-০১: দাওয়াহ এর পরিচয়

১.১:দাওয়াহ কি?

দাওয়াহ শব্দের অর্থ হচ্ছে আহ্বান করা,ডাকা।
আল্লাহ তায়া’লা বলেন,

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত। (আন-নাহল:১২৫)

দাওয়াহ মূল উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের ইসলামের দিকে ডাকা। অখন রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে তখন মক্কার অধিবাসী সকলেই অমুসলিম ছিলো।

১.২: দাওয়াহ এর গুরুত্ব ও ফজিলত

১. দাওয়াত সর্বোত্তম কাজ

আল্লাহ তাআলা বলেন—
وَمَنۡ اَحۡسَنُ قَوۡلًا مِّمَّنۡ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ
তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আনুগত্য স্বীকারকারীদের একজন।
—হা-মীম আস-সিজদাহ্ (ফুছছিলাত) - ৩৩

এ আয়াত প্রমাণ করে যে মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম কাজ।

২. মুসলিম উম্মতের পরিচয় দাওয়াত

كُنۡتُمۡ خَيۡرَ اُمَّةٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَتُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِؕ“

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। (—আলে ইমরান - ১১০)
অর্থাৎ, দাওয়াতই উম্মতে মুহাম্মাদীর মহত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩. আল্লাহর আদেশ পালন

وَلۡتَکُنۡ مِّنۡکُمۡ اُمَّۃٌ یَّدۡعُوۡنَ اِلَی الۡخَیۡرِ وَیَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَیَنۡہَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ ؕ وَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী।(—আলে ইমরান - ১০৪)

দাওয়াত কোনো ঐচ্ছিক কর্ম নয়; বরং আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ।

৪. দাওয়াত সকল নবীগণের মিশন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِیۡ کُلِّ اُمَّۃٍ رَّسُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ وَاجۡتَنِبُوا الطَّاغُوۡتَ ۚ فَمِنۡہُمۡ مَّنۡ ہَدَی اللّٰہُ وَمِنۡہُمۡ مَّنۡ حَقَّتۡ
عَلَیۡہِ الضَّلٰلَۃُ ؕ فَسِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ فَانۡظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُکَذِّبِیۡنَ

নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের ভেতর কোনও না কোনও রাসূল পাঠিয়েছি এই পথনির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে পরিহার কর। ২১ তারপর তাদের মধ্যে কতক তো এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন আর কতক ছিল এমন, যাদের উপর বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে একটু পরিভ্রমণ করে দেখ, (নবীদেরকে) অস্বীকারকারীদের পরিণতি কী হয়েছে?(—আন নাহ্‌ল - ৩৬)

اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ بِالۡحَقِّ بَشِیۡرًا وَّنَذِیۡرًا ؕ وَاِنۡ مِّنۡ اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیۡہَا نَذِیۡرٌ

আমি তোমাকে সত্যবাণীসহ প্রেরণ করেছি একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন জাতি নেই, যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি।
(—ফাত্বির - ২৪)

৫.দাওয়াত সকল সাহাবাদের মিশন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পর এই দায়িত্ব সাহাবাগণের উপর দিয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, " উপস্থিতরা যেনো অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে

দেয়।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ
(হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। (—আলে ইমরান - ১১০)

৬.দাওয়াতের উপর মহা প্রতিদানের ওয়াদা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِکَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا
মানুষের বহু গোপন কথায় কোনও কল্যাণ নেই। তবে কোনও ব্যক্তি দান-সদকা বা কোনও সৎকাজের কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার আদেশ করলে, সেটা ভিন্ন কথা। ৭৯ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, আমি তাকে মহা প্রতিদান দেব। (—আন নিসা - ১১৪)

৭.দাওয়াতের মধ্যে আছে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী।(—আলে ইমরান - ১০৪)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ
এবং তোমরা সেই সকল লোকের (অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারার) মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ও আপসে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।(—আলে ইমরান - ১০৫)

অধ্যায়-০২: সাহাবাদের পরিচয়

২.১: সাহাবীর সংজ্ঞা

হাফেজ ইবনে হাজার(র:) বলেন,
"যে ব্যাক্তি প্রিয় নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে রাসূল মেনে এবং মুসলিম হিসপবে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই সাহাবী"।

'নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁকে রাসূল মেনে' শর্তের কারণে প্রিয় নবীর সাহাবী হিসাবে বিবেচিত হবেন ন-

১) যাঁরা দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে ওঠা-বসা করেছেন।
২)যাঁরা অল্প কিছুদিন তাঁর সহচর্য পেয়েছেন।
৩)যাঁরা মোটেও সাহচর্য পাননি (কিন্তু উপরোক্ত শর্তে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন)
৪)যাঁরা তাঁর হাদীস বর্ণণা করেছেন বা করেননি।
৫) যাঁরা তাঁর সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়েছেন বা হননি।
৬) যাঁরা উপরোক্ত শর্তে একবারমাত্র তাঁকে দেখেছেন।
৭)দৃষ্টি শক্তিহীনতার কারণে যিনি তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পাননি।তাঁরা সকলেই সাহাবী।

২.২: সাহাবায়ে কেরামের অনন্য বৈশিষ্টপূণর্ মর্যাদা
কুরআনের আয়াত এবং হাদীসে সাহাবা(রা:)দের অনন্য বৈশিষ্টপূর্ণ মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে।

কয়েকটি আয়াত:

আয়াত-০১:
كُنۡتُمۡ خَيۡرَ اُمَّةٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ
(হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। "-(সূরা আ-লি ইমরান:১১০)

আয়াত-০২:
وَكَذٰلِكَ جَعَلۡنٰكُمۡ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوۡنُوۡا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ
"(হে মুসলিমগণ!) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা

অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও। "-(সূরা বাকারা:১৪৩)

উভয়া আয়াতের আসল সমৃবোধন সাহাবয়ে কেরাম (রা:)।

আয়াত-০৩:

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা ঈমানে প্রথমে অগ্রগামী হয়েছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।"—(আত তাওবাহ্ -১০০)

কয়েকটি হাদীস-

হাদীস-০১

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» - قَالَ عِمْرَانُ: لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তারপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রাযিঃ) বলেন, আমি বলতে পারছি না, নবী (ﷺ) (তার যুগের) পরে দুই যুগের কথা বলছিলেন, না তিন যুগের কথা। নবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের পর এমন লোকদের আগমন ঘটবে, যারা খিয়ানত করবে, আমানতদারী রক্ষা করবে না। সাক্ষ্য দিতে না ডাকলেও তারা সাক্ষ্য দিবে। তারা মান্নত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। তাদের মধ্যে মেদ বৃদ্ধি পাবে।-(সহীহ বুখারী-২৪৭৫)

হাদীস -০২

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ". تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবে তাদের একমুদ বা অর্ধমুদ-এর সমপরিমাণ সাওয়াব হবে না।-(সহীহ বুখারী-৩৪০৮)

উভয় হাদীসেই আমরা সাহাবীদের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার উল্লেখ পায়।

অধ্যায়-০৩: সাহাবায়ে কেরাম(রা:) এর দাওয়াতি ক্ষেত্রসমূহ

ইসলাম একটি আমলভিত্তিক ধর্ম। এর মূল ভিত্তি তাওহীদ ও সৎকর্মে আহ্বান করা। সাহাবায়ে কেরাম (রা:) ছিলেন ইসলামের প্রথম দাঈ। ইসলামের শিক্ষাকে শুধু মুখে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে—দাওয়াতের বাস্তব রূপ দেখিয়ে গেছেন। তাদের দাওয়াতি আদর্শ ছিল জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চরিত্র ও ধৈর্যের সমন্বিত মিশ্রণ। নিচে তাদের দাওয়াতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আলোচনা করা হলো।

৩.১: পারিবারিক দাওয়াত

ইসলাম প্রথমে পরিবারের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সাহাবীগণ নিজের পরিবারকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করা সর্বপ্রথম কর্তব্য মনে করতেন।
নিছে কিছু সাহাবীদের উদাহারণ দেওয়া হলো-

আবু বকর (রা:):

আবু বকর (রাঃ) ছিলেন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দাওয়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর পরিবারে স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়দের কাছে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেন। তাঁর দাওয়াতে আয়েশা (রাঃ), আসমা (রাঃ), আবদুর রহমান (রাঃ) এবং আরও অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে ভালোবাসা ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন।

উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)

উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পরিবারে দাওয়াতের আলো ছড়িয়ে দেন। পরিবারের সদস্যদের তিনি তাওহীদ, ন্যায়, সৎকর্ম এবং নৈতিকতার শিক্ষা দিতেন।

আবু যর আল গিফারি(রা:)

আবু যর(রা:) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজ কাওমের মাঝে ফিরে যেতে বলেন।তিনি নিজ কওমের কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমেই নিজ ভাইকে দ্বীনের দাওয়াত দেন এবং পরবর্তীতে নিজ ভাইকে নিয়ে মাকে ইসলমাম গ্রহণের আহ্বান করেন। আবু যর (রা:) এর ভাই ও মা উভয়ের তাঁর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩.২: সামাজিক দাওয়াত

সাহাবীদের দাওয়াত কেবল পরিবারের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সমাজের প্রতিটি স্তরে তারা ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন।

মুসআব ইবন উমাইর (রাঃ)

সামাজিক দাওয়াতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো মুসআব (রাঃ)-এর মদিনায় দাওয়াত কার্যক্রম। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন, তরুণ সমাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতেন এবং গোত্রপ্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাঁর দাওয়াতে আউস ও খাজরাজ—মদিনার দুটি বড় গোত্র—ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে আকাবার ঐতিহাসিক বাই’আতের ভিত্তি তাঁর হাত ধরেই হয়।
তিনি হজের মৌসুনে সত্তরজন মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় রওনা করেন। তারা সকলে আকাবাতে রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিখ্যাত আকাবার বাইআত সম্পন্ন হয়।

আবু যর আল গিফারি (রাঃ)

তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেই কাবার পাশে উচ্চস্বরে কালিমা ঘোষণা করেন—যা ছিল একটি সামাজিক প্রতিবাদমূলক দাওয়াত। পরে নিজের গোত্রে ফিরে গিয়ে সামাজিকভাবে মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গোত্রের একটি বড় অংশ ইসলাম গ্রহণ করে।
তাঁদের ইসলাম গ্রহণের ফলপ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে বলেছিলেন,"গিফার গোত্রকে আল্লাহ মাগফিরাত দান করুন আর আসলাম গোত্রকে সালামতে রাখুন।"

৩.৩:রাজনৈতিক দাওয়াত

ইসলামের শাসন ব্যবস্থায় ন্যায়, করুণা ও দায়িত্ববোধই মূল ভিত্তি। সাহাবীদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে এসব মূল্যবোধ হয়ে উঠেছিল ইসলামের জীবন্ত দাওয়াত।

উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)

উমরের (রাঃ) শাসনামল ছিল রাজনৈতিক দাওয়াতের শ্রেষ্ঠ যুগ। তিনি প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, করনীতি, জনগণের অধিকার রক্ষা—সবক্ষেত্রে ইসলামের ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা দেখে বহু অমুসলিম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর শাসনেই বিশাল অংশে ইসলাম রাজ্য বিস্তৃত হয়।

উসমান ইবন আফফান (রাঃ)

উসমান (রাঃ) কুরআনকে এক মুসহাফে সংকলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে দেওয়া একটি বৈপ্লবিক দাওয়াত। তাঁর শান্ত, কোমল এবং রাষ্ট্রনায়কসুলভ চরিত্র ইসলামের বার্তা শিক্ষা দেয় সমগ্র উম্মাহকে।

৩.৪: মুসলিমদের মাঝে সংশোধনী দাওয়াত

দাওয়াত শুধু অমুসিলমেদর জন্য নয়; মুসলমানেদর মধ্যেও প্রয়োজন হয়। সাহাবারা মুসলমানেদর ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেতন, সৎকােজর আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখেতন।

- উমর (রাঃ) খিলফা থাকা অবস্থায় সর্বদা সমাজে নজর রাখেতন, যদি কোনো মুসলমান ইসলামের বাইরে কিছু করে ফেলতন তবে সংশোধন করেতন।
- আবুদারদা (রাঃ) বলেতন: “আমার কােছ এক মুসিলম ভাইেক ভুল থেকে ফেরানো, তার জন্য এক বছর নামাজ পড়ার চেয়েও উত্তম।”
- সাহাবারা শুধু শাসক হিসেবে নয়; সাধারণ মুসলমান হিসেবপও আমর বিল-মারূফ ও নাহপ
আনিল মুনকার (সৎকােজ উদ্বুদ্ধ ও অসৎকােজ নিষধ) করেতন।

৩.৫: জিহাদের ময়দানে দাওয়াত

সাহাবারা জিহাদের ময়দানে সর্বপ্রথম শত্রুপক্ষকে তাওহদীদের দাওয়াত দিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি(রা:) কে নির্দেশ দিয়েছিলে জিহাদের ময়দানে ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হতে।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন," শান্তাভাবে অগ্রসর হও। যখন তাদের সামনে ময়দানে পৌছাবে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিবে এবং তাদের উপর আল্লাহর ওয়াজিব হক সম্পর্কে তাদের অবহিত করবে।"--(মুসলিম)

অধ্যায়-০৪: সাহাবয়ে কেরাম (রা) এর দাওয়াতি পদ্ধতি ও কৌশল

সাহাবয়ে কেরাম (রা:) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শিক্ষাপ্রাপ্ত। ইসলামের আলো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার পেছনে তাঁদের ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও দাওয়াতি কৌশল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৪.১: হিকমতপূর্ণ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক দাওয়াত

اَحْسَنُؕ هِىَ بِالَّتِىْ وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيْلِ اِلٰى اُدْعُ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ
তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়।-(সূরা নাহল:১২৫)
দাওয়াতের মূলনীতি দুটিঃ হিকমত ও উপদেশ । এ দুটি হতে কোন দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়। সাহাবা (রা:) সবসসময় হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করতেন।

মুসআব ইবনে উমায়ের (রা:) এর হিকমতপূর্ণ দাওয়াতের মাধ্যমে মদিনায় প্রচুর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।অবশেষে এমন হলে যে মদিনার প্রতিটি ঘরে ঘরে একজন মুসলিম পুরুষ বা একজন মুসলিম নারীর উপস্থিতি পাওয়া যেতো।

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) ইয়েমেনে পাঠানোর সময় রাসূল ﷺ বলেছিলেন:
“তুমি হিকমত ও কোমলতা অবলম্বন করবে।

জাফর ইবনে আবু তালিব(রা:) হাবাশার বাদশা নাজাশির দরবারে সূরা মারিয়াম তিলাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছিলেন।যা শুনে বাদশা নাজাশি কেঁদে ফেলেছিলো।জাফর (রা:) জানতে সূরা মারিয়াম নাজাশির অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করতে। তাই তিনি হিকমাহ এর সহীত দাওয়াত দিয়েছিলেন।

৪. ২:নববী পদ্ধতির অনুসরণ

সাহাবারা দাওয়াতে সর্বদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ অনুসরণ করতেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিলো দাওয়াতের প্রতি প্রবল মুহাব্বাত ও

আগ্রহ।তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কষ্ট সহ্য করেও দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা:) ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে, নানান কষ্ট সহ্য করেও দাওয়াতি কাজ করতেন।তাদের ছিলো দাওয়াতের প্রতি প্রবল মুহাব্বাত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই তাওহীদের দাওয়াত।
মুসআব ইবনে উমাইর(রা:) কে যখন মদিনায় প্রতিনিধি করে পাঠানো হয় তখন প্রথমেই তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

মুআয(রা:) যখন ইয়েমেনে দাওয়াতি কাজের জন্য যান তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে বলেন,এরপর নামায শিক্ষা এবং এরপর যাকাত আাদয়ের হুকুম দিতে বলেন।
মুআয(রা:) নবীজীর দেখানো পদ্ধতিতে দাওয়াত প্রদান করেন এবং বহু মানুষকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

৪.৩: ব্যাক্তিগত যোগাযোগ ভিত্তিক দাওয়াত

আবু বকর (রা.) ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, শান্ত স্বভাবের, সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। তিনি নিজের পরিচিতদের একে একে দাওয়াত দিয়ে ইসলামের সবচেয়ে বড় সাহাবীদের ইসলামে নিয়ে আসেন।

তাঁর ব্যাক্তিগত দাওয়াতে ইসলামে প্রবেশ করেন:

উসমান ইবনে আফফান (রা.)

জুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.)

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.)

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)

আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)

৪.৩: চিঠি ও বার্তার মাধ্যেমে দাওয়াত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠির মাধ্যমে রাজা-বাদশাহকে দাওয়াত দিতেন। সাহাব(রা:) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই পথ অনুসরণ করেছেন। উমর(রা:) তাঁর শাসনামলে গভর্নর ও শাসকদের চিঠওর মাধ্যমে দাওয়াত ও ইসলমী নীতিমালা পৌঁছে দিতেন।

৪.৪: বাস্তব জীবনে আদর্শ উপস্থাপন

সাহাবারা শুধু মুখে দাওয়াত দিতেন না; তাঁদের প্রতিটি কাজ, লেনদেন, ও আচার-আচরণই ছিল দাওয়াতের অংশ। তাঁরা সততা, আমানতদারি, ন্যায়পরায়ণতা ও পরহেজগারির এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, তাঁদের দেখে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে।
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)-এর মতো ব্যবসায়ী সাহাবারা বাণিজ্যে এতটাই সৎ ও বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তাঁদের আচরণই মানুষের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করত।

৪.৫:যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক দাওয়াত

সাহাবারা আবেগ নয়, বরং প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে মানুষকে আহ্বান করতেন। তাঁরা কুরআনের আয়াত ও নবীর বাণী দ্বারা মানুষকে বুঝিয়ে দিতেন যে ইসলামই সত্য ধর্ম। তাঁদের দাওয়াতে যুক্তি, ন্যায় ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ ছিল।

৪.৬:দলীয় ও সংগঠিত দাওয়াত ব্যবস্থা

রাসূল ﷺ-এর সময় থেকেই দাওয়াতের কাজ ব্যক্তিগত নয়, বরং সংগঠিতভাবে পরিচালিত হতো। নবী ﷺ সাহাবাদের দলভিত্তিকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতেন। তাঁরা সেসব স্থানে মসজিদ নির্মাণ করতেন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিতেন এবং নতুন মুসলমানদের তত্ত্বাবধান করতেন।
মুআয ইবনে জাবাল(রা:) মক্কা থেকে মদিনায় ফেরার পর সমবয়সীদের নিয়ে মূর্তি অপসারণের উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করেন।তাদের মেহনতের ফলে মদীনার বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব আমর ইবনুল জামূহ ইসলাম গ্রহণ করেন।

অধ্যায়-০৫: সাহাবাদের দাওয়াতি সংগ্রাম ও কষ্ট

দাওয়াতের পথ কখনে মসমণ হয়না। দাওয়াতের পথে থাকে কষ্ট ও সংগ্রাম।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতি ক্ষেত্রে নানা নির্যাতন ও বাধার শিকার হয়েছিলো। সাহাবা (রা:)দের দাওয়াতি পথও ছিলো কঠিন।। তাঁরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো দাওয়াতি ক্ষেত্রে কষ্ট ও সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

৫.১: সহাবাদের উপর অমানবিক নির্যাতন ও হত্যাচেষ্টা

১)বিলাল(রা:) :
বিলাল (রা:) মুশরিকদের এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন ভোগ করেছেন যা আর কাউকেই করতে হয়নি।
সূর্য যখন মধ্যাকাশে এসে গনগনে আগুন ঝরাত আর সেই আগুনে তপ্ত হয়ে মরুর বালুকারাশি জ্বলন্ত অঙ্গারের রূপ নিত,তখন তাদের পোশাক খুলে লোহার বর্ম পরিয়ে সেই জ্বলন্ত আগুনে ঝলসানো হতো শরীর।
তাঁর চাবুকের আঘাতে তাঁকে রক্তাক্ত করত আর তিনি বলতেন," আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়।আহাদ,আহাদ।"

২) আম্মার ইবনে ইয়াসির(রা:) ও তার পরিবার

আম্মার ইবনে ইয়াসির(রা:) ও তার পরিবারের উপর এতো বেশি নির্যাতন করা হয়েছিলো যে,তাঁদের নির্যাতনের ভয়াবহতা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন," একটুখানি ধৈর্য ধরো ইয়াসির পরিবার,তোমাদের জন্য রয়েছে সুনিশ্চিত জান্নাত। "

আম্মার(রা:) এর মাতা সুমাইয়া (রা:) ছিলেন ইসলমের প্রথম শহীদ,যাকে আবু জাহল(আল্লাহ তাকে লাঞ্চিত করুক) বর্শা নিক্ষেপে হত্যা করেছিলেন।

৫.২: সামাজিক অপমান

১) সুমাইয়া (রা) কে আবু জাহাল(আল্লাহ তাকে লাঞ্চিত করুক) এর কাছে অপমানিত হতে হয়ছিলো।আবু জাহাল(আল্লাহ তাকে লাঞ্চিতো করুক) সুমাইয়া(রা:) কে বিশ্রী ও অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করেছিলেন এবং ভীষণ কষ্টদায়ক কিছুও শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

২) বিলাল(রা:) একজন কৃষ্ণদাস ছিলেন বলে কুরাইশিরা তাঁকে কৃষ্ণদাস বলে উপহাস করতো।

৩) আবু যর গিফারি গিফারি (রা:) ছিলেন গিফার গোত্রের। গিফার গোত্রের লোকেরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কখনো কখনে কুরাইচের ব্যাবসা কাফেলাগুলো ডাকাতি ও ছিনতাই করতো।
কিন্তু আবু যর (রা:) ছিলেন তাদের সকলের মাঝে জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতায় একেবারেই ভিন্ন।
কুরাইশরা আবু যর(রা:) কে "তার গোত্র ডাকাত",এই বলে অপমানিত করতো।

৫.৩: পরিবারচ্যুতি

দ্বীনের দাওয়াতের জন্য অনেক সাহাবীকে তাঁর পরিবার ছাড়তে হয়ছিলো।

৫.৪: হিজরত

মক্কায় দাওয়াতের পথ সংকীর্ণ হলে আল্লাহর আদেশে সাহাবারা হিজরত করেন।
মক্কায় সাহাবারা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন। যা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ ব্যাথিত হতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ নির্দেশে সাহাবাদের হিজরতের অনুমতি দেন। এবং তারা আপন ভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

সাহাবাদের প্রথম হিজরত ছিলো হাবাশায় এবং দ্বীতিয় হিজরত ছিলো মদিনায়।
সাহাবারা হাবাশায় খ্রিষ্টান বাদশাহ নজাশির দরবারে দাওয়াত দেন,যা নাজাশিকে প্রভাভিত করে।
পরবর্তীতে মদিনায় হিজরতের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মুসআব ইবমে উমাইর(রা:) দ্বীন রক্ষার্থে হাবাশায় হিজরত করেন,পেছনে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন শৈশবের চারণক্ষেত্র, যৌবনের আনাস আর বংশীয় আত্নগরিমা।ওইসব কিছুর বদলে পেলেন দারিদ্রের কষ্টমাখা এবং প্রবাসের একাকী বন্ধুহীন জীবন।কিন্তু ওইসকল কষ্টই আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টির পাশে তার কাছে সহজ ও সহনীয় মনে হতে থাকে।

৫.৫: জিহাদের ময়দানে দাওয়াতি দায়িত্ব

জিহাদ ছিলো সাহাবিদের দাওয়াতি সংগ্রামের অন্যতম অংশ। তবে জিহাদ শুধু তরবারির লড়াই নয়,এর আগে সবসময় দাওয়াত পৌঁছানো হতো।

জিহাদের ময়দানে সাহাবারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রথমে শত্রুপক্ষকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন।তারা তা গ্রহণ না করলে দ্বীনের জন্য তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

৫.৬: দাওয়াতের জন্য দীর্ঘ ভ্রমন ও কষ্ট

দাওয়াতের জন্য সহাবারা এক দেশ থেকে অন্য দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। দাওয়াতের জন্য তারা নতুন ভাষা,নতুন পরিবেশ,নতুন সংস্কৃতিতে গিয়ে জীবন কাটিয়েছেন।

আবু আইয়ূব আল আনসারী (রা:) বৃদ্ধ বয়সেও দাওয়াতের জন্য দুর্বল দেহ নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এবং কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের অভিযানে তিনি শহীদ হন।

উকবা ইবনে নাফে(রা:) আমেরিকার মরুভূমি অতিক্রম করে দাওয়াতের আলো ছড়িয়েছিলেন।

অধ্যায়-০৬: সাহাবাদের বিশেষ দাওয়াতি মিশন

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন মানব ইতিহাসের সেরা প্রজন্ম।। তরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে বিভিন্ন শাসক,অঞ্চল ও জাতির কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। নিছে সাহাবাদের কিছু মিশনের উদাহারন দেওয়া হলো-

১) মুআয ইবনে জাবাল(রা:)-ইয়েমেনে দাওয়াত
ইয়েমেনবাসী যখন ইসলাম কবুল করে তখন ইয়েমেনের বাদশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সকল নওমুসলিমকে দ্বীন শেখানোর জন্য দক্ষ লোক পাঠাতে বলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল(রা:) কে আমীর নিযুক্ত করে সাহাবা কেরামের মাঝ থেকে কয়েকজন দাঈ নির্বাচন করেন।
এই কাফেলা ছিলো ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে হেদায়েত ও নূরের অভিযাত্রী।

২)মুসআব ইবনে উমাইর(রা:)- মদিনায় দাওয়াত
মুসআব ইবনে উমাইর(রা:) ছিলেন ইসলামের প্রথম সুসংবাদবাহী।
আকাবার বাইআতকারীরা যখন মদিনায় ফিরে গেলেন তখন তারা অনুভর করলেন,তাদের একজন শিক্ষক প্রয়োজন,যিনি কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞাত হবেন এবং ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে হবেন বেশি অভিজ্ঞ।
ফলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আবেদন করলে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে মুসআব ইবনে উমাইর(রা:) কে পাঠালেন।
মুসআব(রা:) মদিনার মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করলেন এবং শরীয়তের বিধিবিধান শিক্ষা দিলেন। যার ফলে মদিনার প্রচুর মানুষ ইসলাম গ্রহন করলেন।

৩.হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা.) — ইয়েমেন, বসরা ও কুফায় দাওয়াত

তিনি ইয়েমেন থেকে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় আসেন, পরে আবার নবী ﷺ তাঁর স্বদেশ ইয়েমেনে দাওয়াতি কাজের জন্য পাঠান।
খোলাফায়ে রাশেদীন যুগে তিনি বসরা ও কুফায় শাসক হিসেবে দাওয়াত ও শিক্ষা প্রচার করেন।

৪. উকবা ইবনে নাফে(রা:) - আফ্রিকায় দাওয়াত

তিনি উত্তর আফ্রিকার অঞ্চলে দাওয়াত পৌছে দিয়েছেন। তিনি মরুভূমির ভয়ংকর পথ অতিক্রম করে ইসলামের দাওয়াত পৌছান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাইরুয়ান নগরীর আফ্রিকার ইসলামী কেন্দ্র হয়ে উঠে। তিনি দাওয়াতকে জিহাদ,শিক্ষা ও সনাজ সংস্কারের সাথে একত্রিত করেন।

অধ্যায়-০৭: সাহাবাদের দাওয়াতি সফলতা ও প্রভাব

১.ধৈর্য ও সংকল্প

ইসলামের প্রথম যুগে কঠোর প্রতিকূলতার মধ্যেও সাহাবা(রা:) তাদের দাওয়াত অব্যাহত রেখেছিলেন।

সাহাবাদের ধৈর্য ও সততা দাওয়াতকে সফল করেছে।
উদাহরণ:
মক্কায় মুসলিমরা নির্যাতনের মুখে পড়লেও দাওয়াত বন্ধ করেনি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী তারা ধীরে ধীরে মানুষকে ইসলাম শিখিয়েছেন।

২. দাওয়াতের প্রভাব

ক. মানুষের হৃদয় পরিবর্তন

অনেকেই দাওয়াতের ফলে ইসলামে প্রবেশ করেছেন।

উদাহরণ:
সাহাবা উসমান রাঃ ও আবু বকর রাঃ প্রাথমিকভাবে দাওয়াত গ্রহণ করেছেন নবী ﷺ-এর মাধ্যমে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ও দাওয়াতের ফলে ইসলাম গ্রহন করেছে।

খ. সমাজে নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন

দাওয়াতের ফলে সামাজিক অসদাচার কমেছে, ন্যায়বিচার বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলী, সততা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ. ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তরিত

সাহাবাদের দাওয়াত ইসলামের প্রাথমিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে।

মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব, আইন ও নৈতিকতার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

৩. দাওয়াতের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

ইসলামের বিস্তার:

সাহাবাদের দাওয়াত আরম্ভিকভাবে মক্কা ও মাদীনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও পরে আরব, আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

সংস্কৃতিক ও নৈতিক প্রভাব:

সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা স্থায়ীভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

দাওয়াতের ফলশ্রুতিতে অসৎ প্রথা ও অনৈতিক আচরণ হ্রাস পেয়েছে।

অধ্যায়-০৮: সমকালীন দাওয়াতি কাজের জন্য সাহাবায়ে কেরাম(রা:) এর শিক্ষা

১.ধৈর্য ও স্থিরতা

সাহাবারা কঠোর নির্যাতন,দারিদ্র্য, হিজরত এবং যুদ্ধের মধ্যেও দাওয়াত চালিয়ে গিয়েছেন।

২.প্রজ্ঞা ও কৌশল

সাহাবারা তাদের দাওয়াতের সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশল অবলম্বন করতেন

৩. সহজবোধ্য ভাষা ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনা
সাহাবার সরল,হৃদয়স্পর্শী ভাষায় দাওয়াত দিতেন।

৫.চরিত্রের মাধ্যমে প্রভাব

সাহাবাদের উত্তম চরিত্রের কারণেই অনেকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

অধ্যায়-০৯: উপসংহার

সহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা ও ইসলামের মূল শিক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দাওয়াতের কাজে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের দাওয়াতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—ধৈর্য, নম্রতা, সততা, ব্যক্তিগত উদাহরণ এবং সমাজের কল্যাণে মনোযোগ। তাদের দাওয়াত কেবল মানুষের ইসলাম গ্রহণে সহায়ক হয়নি, বরং সমাজে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সংহতি প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাহাবাদের এই দাওয়াতি কর্মকাণ্ডের সফলতা ও প্রভাব আজও মুসলিম সমাজের জন্য পথপ্রদর্শক। সাহাবায়ে কেরামের দাওয়াত আমাদের শেখায়—সততা, ধৈর্য, উদাহরণমূলক আচরণ এবং কল্যাণমূলক আহ্বানের মাধ্যমে যেকোনো সময় ও স্থানে মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করা সম্ভব। এ শিক্ষা সমকালীন দাওয়াতেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

রেফারেন্স:

১.কুরআন
২.হাদীস
৩.হায়াতুস সাহাবা
৪.সাহাবয়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবনী